মুজিবনগর সীমান্তে ২শ বোতল ভারতীয় এসকফ সিরাপ জব্দ

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্ত এলাকা থেকে ২শ বোতল ভারতীয় এসকফ সিরাপ জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সোমবার (৮ জুন) গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধীন মুজিবনগর বিওপির একটি টহল দল সীমান্ত এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়।

অভিযানের একপর্যায়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় ২শ বোতল ভারতীয় এসকফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। জব্দকৃত সিরাপের আনুমানিক মূল্য ৮০ হাজার টাকা।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান জানান, সীমান্ত দিয়ে মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি সর্বদা তৎপর রয়েছে। সীমান্ত এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি, নিয়মিত টহল এবং বিশেষ অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

তিনি আরও বলেন, সীমান্তকে মাদক ও অন্যান্য অবৈধ কার্যক্রমমুক্ত রাখতে বিজিবির অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গায় অনুমোদনবিহীন ৪০ বস্তা সার জব্দ, ২০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় অনুমোদনহীনভাবে ডিএপি সার পরিবহন ও বাজারজাতের অভিযোগে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতে এক ব্যবসায়ীকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ সার জব্দ করা হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী মো. সুমন আলী (৪০) উপজেলার হারদী গ্রামের মৃত ঠান্ডু বিশ্বাসের ছেলে এবং হারদী বাজারের মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডার্সের মালিক।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী ইউনিয়নের উত্তরপাড়া এলাকায় হারদী-মিরপুর সড়কে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে সারবোঝাই একটি আলমসাধু আটক করা হয়। এ সময় বিসিআইসির ৪০ বস্তা বাংলাদেশ ডিএপি সার জব্দ করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, আটক আলমসাধুর চালক ওসমানপুর গ্রামের মো. সিয়াম আলী প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানান, হারদী বাজারের মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডার্স থেকে ডিএপি সার বোঝাই করে প্রাগপুর এলাকার এক ব্যবসায়ীর দোকানে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশনা ছিল তাঁর কাছে। তিনি এ সংক্রান্ত একটি বিক্রয় মেমোও প্রদর্শন করেন।

পরবর্তীতে উপজেলা কৃষি অফিসের অনুসন্ধানে জানা যায়, যথাযথ অনুমোদন ছাড়াই সার বিক্রয় ও পরিবহন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছিল। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন পলাশের নির্দেশনায় সারগুলো জব্দ করা হয়।

এ ঘটনায় মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডার্সের মালিক মো. সুমন আলীকে সার ব্যবস্থাপনা আইন (সংশোধন) ২০১৮-এর ১২(১) ধারা লঙ্ঘনের দায়ে একই আইনের ১২(৩) ধারায় ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন পলাশ বলেন, জব্দকৃত সার সাধারণ কৃষকদের মাঝে সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করে সরকারি কোষাগারে জমা করা হবে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মির্জা শহিদুল ইসলাম।

এ সময় আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা মো. সাইফুল্লাহ মাহমুদ ও মো. উদয় রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কৃষি উপকরণের অবৈধ পরিবহন ও বাজারজাতকরণ রোধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে সাড়ে ৪ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ

মেহেরপুরের গাংনীতে লরি বোঝায় সাড়ে ৪ হাজার লিটার ডিজেল থানা হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে গাংনী উপজেলার সাহেবনগর বাজার থেকে লরি বোঝায় তেল জব্দ করা হয়।

পুলিশ জানায়, ঝিনাইদহ ঢ ৪১-০০৪৩ লরিটি খুলনা ডিপো থেকে ডিজেল নিয়ে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার গোয়াল গ্রামে যাওয়ার কথা ছিল। অথচ শুক্রবার মধ্যে রাতে অবৈধ ভাবে গাংনী উপজেলার সাহেবনগর বাজারের রিপন নামের এক সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ীর দোকানে লরি থেকে তেল নামানো হচ্ছে এমন খবর ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযান চালিয়ে সাড়ে ৪ হাজার লিটার ডিজেলসগ লরিটি থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই আব্দুল করিম বলেন, তেলের বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় তেল বোঝায় লরিটি জব্দ করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে কাগজপত্র যাচাই শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

এনিয়ে গত দুদিনে মেহেরপুর থেকে ১০ হাজার লিটারের অধিক ডিজেল উদ্ধার করা হলো।

মেহেরপুরের সীমান্ত এলাকা থেকে ৬ হাজার ১৭৫ লিটার অবৈধ ডিজেল

জব্দ, আটক ২

মেহেরপুর সদর উপজেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তী দক্ষিণ শালিকা গ্রামে অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মজুত করে রাখা ৫ হাজার ৩৭৫ লিটার এবং ফতেপুর গ্রাম থেকে আরও ৮০০ লিটার ডিজেল জব্দ করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত প্রায় ১২টার দিকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমানের নেতৃত্বে সদর থানা ও ডিবি পুলিশের একটি যৌথ টিম এ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানটি চালানো হয় গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় অবস্থিত ‘ফারাবী ট্রেডার্স’-এর গোডাউনে ও ফতেপুরে পৃথক অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় ফারাবি ট্রেডার্স এর স্বত্বাধিকারী আবু সুফিয়ান ও ফতেপুরের মোয়াজ্জেম হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি গোডাউনে অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুত করে রাখা হয়েছে।

পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে ড্রাম ভর্তি ২৬টি ব্যারেল থেকে মোট ৫ হাজার ৩৭৫ লিটার ডিজেল জব্দ করা হয়। ফতেপুরে কয়েকটি ব্যারেল হতে ৮০০ লিটার ডিজেল জব্দ করা হয়।

তিনি আরও জানান, জব্দকৃত তেলের কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি । এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ওসি জানান, সীমান্তবর্তী এলাকায় জ্বালানি তেলের অবৈধ মজুত ও পাচার রোধে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দর্শনা সীমান্তে প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রায় ৬ কেজি রুপার গহনা জব্দ

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন ৬ বিজিবি’র আভিযানিক দল বিশেষ অভিযান চালিয়ে ০৫ কেজি ৯১২ গ্রাম ভারতীয় রুপা জব্দ করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসানের বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় দর্শনা সীমান্তের রুদ্ধনগর মাথাভাঙ্গা নদীর পাশে। এ সময় বিজিবি’র একটি সশস্ত্র চৌকস আভিযানিক দল সীমান্ত পিলার নম্বর ৭৭/২-এস হতে আনুমানিক ৪ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের ভিতরে অভিযান চালায়।

সে সময় বিজিবি সীমান্তের দিকে একটি মোটরসাইকেলযোগে ০২ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে যেতে দেখে। বিজিবি সংকেত প্রদান করলে তারা মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায়। পরে বিজিবি জব্দকৃত মোটরসাইকেলটি তল্লাশি করে তেলের ট্যাংকির ভিতর অভিনব কায়দায় পলিথিনে মোড়ানো ভারতীয় রুপা উদ্ধার করে।

উদ্ধারকৃত রুপা দর্শনা বিওপিতে আনয়নপূর্বক ডিজিটাল স্কেলে ওজন করা হলে ৫ কেজি ৯১২ গ্রাম ওজনের রুপার বল পাওয়া যায়। এ রুপার আনুমানিক বাজার মূল্য ২৩ লক্ষ ১ হাজার ৬৮ টাকা। এ ঘটনায় হাবিলদার মিজানুর রহমান বাদী হয়ে ২ জন অজ্ঞাতনামা আসামির বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছে।

উদ্ধারকৃত মোটরসাইকেল দর্শনা থানায় এবং ভারতীয় রুপা চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দামুড়হুদায় ভুয়া বাংলা টিএসপি সার জব্দ ও ধ্বংস

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় প্রতারণামূলকভাবে তৈরি ভুয়া বাংলা টিএসপি সার জব্দ করেছে উপজেলা কৃষি অফিস। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলা চত্বরে জব্দকৃত ভুয়া সার ধ্বংস করা হয়। এসব সার রাসায়নিক পরীক্ষায় কোনো সারের অস্তিত্ব না থাকায় উপজেলা চত্বরে প্রকাশ্যে ধ্বংস করা হয়েছে।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৪ সেপ্টেম্বর দামুড়হুদা মাদ্রাসার সামনে সড়কের উপর থেকে ভ্যানযোগে আনা ১০ বস্তা বাংলা টিএসপি সার আটক করেন উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার। পরবর্তীতে রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়, এগুলো শক্ত মাটি ও পাথরের গুঁড়া দিয়ে তৈরি, যা প্রকৃত সারের সঙ্গে কোনোভাবেই সম্পর্কিত নয়। প্রতারক চক্র এসব মাটির দলা টিএসপি সারের বস্তায় ভরে কৃষকদের কাছে বিক্রি করছে। এতে সাধারণ কৃষকরা আর্থিকভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

কৃষি অফিসের একটি সূত্র জানায়, ঢাকা সাভারের হেমায়েতপুর থেকে সুন্দরবন কুরিয়ারের মাধ্যমে এসব ভুয়া সার চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার বলেন, “কৃষকদের ঠকাতে এই প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। কৃষকরা যেন কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে না হয়, সেজন্য আমরা কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছি। কৃষকদের আমরা অনুরোধ করছি, সার কেনার আগে অবশ্যই সরকারি অনুমোদিত ডিলারের কাছ থেকে যাচাই করে কিনবেন।”

জব্দকৃত সার ধ্বংস করার সময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) তিথি মিত্র, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশসহ উপজেলার তিনজন সার ডিলার ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

দর্শনার বিভিন্ন সীমান্তে প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনার বিভিন্ন সীমান্তে ৬ বিজিবি চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকার পণ্য জব্দ করেছে।

জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত সীমান্ত এলাকায় নিয়মিত টহল ও গোয়েন্দা তৎপরতার অংশ হিসেবে গত ২৭ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত এ অভিযান চালানো হয়।

এ অভিযানে দর্শনা আইসিপি, দর্শনা, সুলতানপুর, বড়বলদিয়া এবং ঠাকুরপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় মাদক ও চোরাচালানবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে একাধিক সফল অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় বিজিবি অবৈধভাবে রক্ষিত চায়না জালসহ বিপুল পরিমাণ চোরাচালান পণ্য জব্দ করে।

জব্দকৃত মালামালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯ বোতল ভারতীয় মদ, ৬৭ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল, ৩ কেজি ভারতীয় গাঁজা, ৩,০০০ পিস ট্যাপেনটাডল ট্যাবলেট, ২১ পিস ভারতীয় শাড়ি, ১২ পিস থ্রি-পিস, ২০২ পিস বিভিন্ন প্রকার ভারতীয় কসমেটিকস, ২০০ পিস চায়না

দুয়ারী জাল, ৫০০ কেজি চায়না কারেন্ট জাল এবং ১৮০ কেজি ভারতীয় পেঁয়াজ। এছাড়াও বিভিন্ন ভারতীয় খাদ্যদ্রব্য উদ্ধার করা হয়। বিজিবি জানায়, এটি সীমান্ত এলাকাকে অবৈধ কর্মকাণ্ডমুক্ত রাখার রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপ। সীমান্তে বিজিবির অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গায় যৌথবাহিনীর

অভিযানে ২০০ কেজি কারেন্ট জাল জব্দ

আলমডাঙ্গায় যৌথবাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে পৌরসভার পশুহাট এলাকায় চালানো অভিযানে প্রায় ২০০ কেজি জাল উদ্ধার করা হয়। পরে সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে কিছু অসাধু ব্যক্তি নিষিদ্ধ এই কারেন্ট জাল ব্যবহার করে স্থানীয় জলাশয় ও খাল-বিলে নির্বিচারে মাছ শিকার করছিল। এতে দেশীয় প্রজাতির মাছ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং মাছের প্রজনন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থায় আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশিষ কুমার বসুর নেতৃত্বে যৌথবাহিনী অভিযান চালায়।

অভিযানে উপস্থিত আলমডাঙ্গা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বলেন, কারেন্ট জাল মাছের জন্য ভয়াবহ। ছোট-বড় সব মাছই এতে আটকা পড়ে। এমনকি মাছের ডিম-পোনাও রক্ষা পায় না। ফলে মাছের প্রজনন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এজন্য আমরা নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছি।

অভিযানে অংশ নেওয়া স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বলেন, প্রশাসনের এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে মৎস্যসম্পদ রক্ষা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে অসাধু ব্যবসায়ীরা এ ধরনের অবৈধ কার্যক্রম থেকে বিরত থাকবে।

সরকার কারেন্ট জালের উৎপাদন, বিক্রয় ও ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও গোপনে এখনো এসব জাল ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে বুধবারের এ অভিযান এলাকাজুড়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। স্থানীয় সচেতন মহল মনে করছে, নিয়মিত অভিযান হলে নদী-খাল-বিলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য টিকে থাকবে এবং মাছের প্রজনন ও প্রজাতি রক্ষা পাবে।

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ৬ বিজিবি’র অভিযানে চোরাচালান পণ্য জব্দ

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি বিভিন্ন সীমান্তে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে দুই দিনে প্রায় ১১ লক্ষ টাকার মালামাল জব্দ করেছে।

জানা যায়, গত ১০ থেকে ১২ আগষ্ট ৬ বিজিবি’র সহকারী পরিচালক হায়দার আলীর নেতৃত্বে, অভিযান চালায় দর্শনা, বারাদী, মুজিবনগর, নাজিরাকোনা, বাজিতপুর এবং ইছাখালি বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকায়।

এ সময় বিজিবি ৫৯ বোতল ভারতীয় মদ, ১৫ গ্রাম ভারতীয় হেরোইন, ৫৭০ পিস নেশাজাতীয় ট্যাপেনটাডল ট্যাবলেট, ২৭ পিস ভারতীয় শাড়ী, ৮৯৮ পিস বিভিন্ন প্রকার সিটি গোল্ডের আইটেম, ১৮৩ পিস বিভিন্ন প্রকার ভারতীয় কসমেটিক্স, খাদ্য সামগ্রী জব্দ করে।

চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর সীমান্ত এলাকায় সক্রিয় মাদক ও অন্যান্য চোরাচালান চক্রের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। সীমান্তে বিজিবি’র অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানায় বিজিবি।

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে প্রায় ৯ কেজি দানাদার রুপা জব্দ

ভারতে পাচারকালে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা সীমান্তে ২২ লক্ষ টাকা মল্যের প্রায় ৯ কেজি দানাদার রুপা জব্দ করেছে ৬ বিজিবি।

জানা যায়, ৯ আগষ্ট বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি’র) অধিনায়ক লেঃ কর্নেল নাজমুল হাসান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জগন্নাথপুর সীমান্তের বিওপি ক্যাম্পের দায়িত্বপূর্ণ এলাকা দিয়ে রুপা চোরাচালান হবে বলে জানান। ভারপ্রাপ্ত কোয়ার্টার মাষ্টার সহকারি পরিচালক মোঃ হায়দার আলীর নেতৃত্বে

অভিযান চালায় সীমান্তের মেইন পিলার ৯৬ হতে আনুমানিক ৩০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঈশাড়ার মোড় নামক স্থানে এ্যাম্বুশ করে।

এসময় বিজিবি’র ২ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে মোটরসাইকেলযোগে উক্ত এলাকা দিয়ে সীমান্তের দিকে যেতে দেখে। সে সময় বিজিবি টহল দল তাদেরকে থামার জন্য সিগন্যাল প্রদান করলে, তারা মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে বিজিবি’র ধাওয়া খেয়ে মোটরসাইকেল ফেলে ২ চোরাকারবারী পাট ক্ষেতের মধ্যে পালিয়ে যায়। পরে মোটরসাইকেল তল্লাশি করে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা মূল্যের দানাদার রুপা জব্দ করে।

এ ঘটনায় নায়েব সুবেদার আব্দুস সাত্তার বাদী হয়ে দামুড়হুদা থানায় সাধারণ ডায়েরী করেছে। জব্দকৃত ভারতীয় দানাদার রুপাগুলো চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।